গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় মহিল া সংস্থা
তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প
১৪৫ , নিউ বেইলী রোড , ঢাকা।

বিষয় ঃ তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প এর স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যপত্র।

সভাপতি	:	মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	১৯/০৭/২০২২
সময়	:	সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়
স্থান	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্রঃনংঃ	আলোচ্য সূচী	আলোচনা
১।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	প্রকল্প পরিচালক জানান, বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি , আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি নারী সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে ৪২৭৯৭.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০২১ হতে ৬৪ জেলার ৮০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট , বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, বেবী কেয়ার, হাউজ কিপিং বিষয়ে মোট ২,৫৬,০০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফ্যাশন ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট , বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, বেবী কেয়ার, হাউজ কিপিং ট্রেডে ঢাকা বিভাগ , চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ , খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, সিলেট বিভাগ, রংপুর বিভাগ ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৪ জেলার ৮০ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৭২২ ব্যাচে ৪২,৯২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপির বরাদ্দ ৭৬৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৭৬৪০.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি জুন'২০২২ পর্যন্ত ৭৪৮১.৭২ লক্ষ টাকা (প্রকল্প ব্যয়ের ৯৭.৯৩%) এবং অব্যয়িত অর্থ হিসেবে জমা দেওয়া হয়েছে ১৫৮.২৮ লক্ষ টাকা।
২।	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ডিপিপি অনুসারে মোট বরাদ্দ ৮৫৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ৪৯৯২.০০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিপিপি অনুসারে নিম্নবর্ণিত মোট ৫১,২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

	ব্যাচ সংখ্যা	কেন্দ্র সংখ্যা	৮০ টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থী
ফ্যাশন ডিজাইন	৪	৮০	৮,০০০ জন
ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪	৮০	৮,০০০ জন
বিউটিফিকেশন	৪	৮০	৮,০০০ জন
ক্যাটারিং	৪	৮০	৮,০০০ জন
বিজনেস ম্যানেজমেন্ট	৮	৮০	১৬,০০০ জন
বেবী কেয়ার	৮	৮	১৬,০০ জন
হাউজ কিপিং	৮	৮	১৬,০০ জন
		মোট	৫১,২০০ জন

		কিন্তু সরকারের বরাদ্দ সঙ্কোচনের সিদ্ধান্তের কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপিতে মোট বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় ৫২৫০.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে বেতন ভাতাদি, অফিস ভাড়া ও অন্যান্য জরুরী খরচ বাদে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখা যায় ২৬৫১.৩৫ লক্ষ টাকা। **যার বিপরীতে উপরে উল্লিখিত ৫১,২০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অর্ধেক প্রশিক্ষণার্থী ২৫,৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে এবং আগামী ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়ে যাবে ।** অন্যদিকে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সার্কুলার অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পকে 'বি' ক্যাটাগরিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের বরাদ্দের উপর আরো যে সকল অতিরিক্ত সংকোচন আরোপিত হবে তা নিম্নরূপঃ ▪ অদ্য ০৩ জুলাই ২০২২ ইং তারিখে অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরিপত্র নংঃ ০৭.০০. ০০০০.১১১.০১.০০১.২০২২-৩৩৪ এর ১(খ) মোতাবেক 'বি' ক্যাটাগরির প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে জিওবি অংশের ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনূর্ধ্ব ৭৫ শতাংশ ব্যয় করা যাবে। এতে প্রকল্প বরাদ্দ আরো ১/৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে প্রশিক্ষণ আরো সংকুচিত হয়ে যাবে। ▪ অধিকন্তু ঐ একই তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নংঃ ০৭.১০১. ০২০. ০০.০০.০০১.২০০৯-০১ এর ১(গ) মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে '৩২৩২৩০১- প্রশিক্ষণ' খাতে (প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে। উল্লিখিত পরিস্থিতি আলোচনা করে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় বিভাজন বিষয়ে করনীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৩।	বিবিধ	
	(ক) ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা প্রদান।	বর্তমানে ক্রস চেকের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করা হলে তা অনেক সময় সাপেক্ষ । তাই সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা পরিশোধের জন্য G2P পদ্ধতিতে নগদ/ উপায়/বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভাতা পরিশোধ করা যায়। এ বিষয়ে পিআইসি সভার সুপারিশ রয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
	(খ) অন্যান্য	